ভূতের ডিমের অমলেট

....

লুৎফর রহমান রিটন

ভূতের ডিমের অমলেট

লুৎফর রহমান রিটন

জলছবি প্রকাশন

ভূতের ডিমের অমলেট
লুৎফর রহমান রিটন

দ্বিতীয় প্রকাশ
একুশে বইমেলা ২০১৮, জলছবি প্রকাশন
প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৯, প্রতীক প্রকাশন

গ্রন্থস্বত্ব
শার্লি রহমান, সাবরিনা নদী

প্রকাশক
একেএম নাসির উদ্দিন আহমেদ
জলছবি প্রকাশন, ঢাকা

অস্থায়ী কার্যালয়
১১২, আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০
ফোন : ০১৮১৭১২৭৮০৭, ০১৯১৫৬৮৪৪৩৪
E-mail : jalchhabi2015@gmail.com

ISBN 978-984-93261-2-0

মূল্য : ২০০ টাকা

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
সৈয়দ এনায়েত হোসেন

পরিবেশক

ম্যাগনাম ওপাস
১১২, আজিজ সুপার মার্কেট (বেজমেন্ট)
ঢাকা-১০০০

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি.com

www.rokomari.com
ফোন : ১৬২৯৭

....

BHOOTER DIMER OMLET Written By **Lutfor Rahman Riton**
1st Published by Protik Prokashon, 1999, 2nd Edition Published in Ekushe Boimela 2018 by AKM Nasiruddin Ahmed, Jalchhabi Prokashon, Dhaka.
Price : TK. 200.00, US $ 10

...

উৎসর্গ

কাইজার চৌধুরী

...

...

লেখকের কথা/ প্রথম মুদ্রণ

ভূতের ডিমের অমলেট-এর প্রচ্ছদটি ছাপা হয়েছিলো আজ থেকে দু'বছর আগে (১৯৯৭ সালে)। ভেবেছিলাম এই নামে একটি ছড়ার বই হলে মন্দ হয় না। ছড়াটি দীর্ঘ হবে। এক ছড়ায় একটি বই। লিখছি–লিখবো করতে করতে যখন দু'বছর পার হয়ে গেলো, তখন প্রকাশক গেলেন ক্ষেপে–ধ্যাত্তেরি, ঘোড়ার ডিমের লেখক আপনি!

এরই মধ্যে একদিন ছোটদের কাগজের মেকআপ করতে গিয়ে দেখা গেলো এক পাতা খালি। ম্যাটার নেই। পাতা ভরাই কী দিয়ে? শিল্পী ধ্রুব এষ পরামর্শ দিলো *ভূতের ডিমের অমলেট* টা লিখে ফেলুন। ধারাবাহিক। পদ্য লেখার দরকার নেই। গদ্যই লিখুন। ধারাবাহিক উপন্যাস। ছোটরা তাহলে মজাই পাবে। ধ্রুবর কথায় রাজি হয়ে গেলাম। লিখে ফেললাম ছড়ার জায়গায় উপন্যাস। ছোটদের কাগজে চার সংখ্যা ধরে ছাপা হলো। ভালো লাগা-মন্দ লাগা বিভাগে পাঠক বন্ধুদের লিখিত মতামত পেলাম। খুবই মজার অভিজ্ঞতা। কেউ বললো, *ভূতের ডিমের অমলেট* দারুণ! আবার কেউ বললো, *ভূতের ডিমের অমলেট* আসলে ঘোড়ার ডিমের উপন্যাস! নিজের সম্পাদিত পত্রিকা বলেই এরকম 'থার্ডক্লাস' একটি উপন্যাস ছাপা হয়েছে ছোটদের কাগজে।

ছোটদের কাগজে শেষ পর্বটি ছাপাতে দেবার আগেই একুশের বইমেলায় বই হয়ে বেরিয়ে গেলো *ভূতের ডিমের অমলেট*।

লুৎফর রহমান রিটন
একুশে ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৯
ঢাকা

লেখকের কথা/দ্বিতীয় সংস্করণ

বইয়ের দোকানে ভূতের ডিমের অমলেট নামের বইটি দীর্ঘদিন ধরেই পাওয়া যাচ্ছিলো না। লেখক প্রকাশক নাসির আহমদ কাবুল খুব আগ্রহ নিয়ে তার প্রকাশনা সংস্থা জলছবি থেকে বইটি প্রকাশ করতে চাইলেন। প্রথম মুদ্রণে প্রচ্ছদ আর অলঙ্করণ করেছিলো শিল্পী ধ্রুব এষ। জলছবি সংস্করণে শিল্পী সৈয়দ এনায়েত হোসেন সেই কাজটা করলেন। ছবি আর প্রকাশক ছাড়া বাদ বাকি সবকিছু একই থাকলো। আশা করছি আমার ক্ষুদে ক্ষুদে পাঠকবন্ধুদের ভালোবাসা পাবে *ভূতের ডিমের অমলেট*।

লুৎফর রহমান রিটন
০৪ জানুয়ারি, ২০১৮
কানাডা

...

...

মাই নেম ইজ টুব্বুস

বেসিনের সামনে দাঁড়িয়ে আয়নায় নিজের ঘুম-ঢুলুঢুলু চেহারাটা খুব ভালো করে দেখে নিচ্ছিলো শোভন। আয়নাটা কেমন ঝাপসা হয়ে গেছে। এটা পাল্টানো দরকার। শুভ্রদের বাসায় এমন ঝাপসা আয়না নেই একটাও। সবটাই ঝকঝকে। শুভ্রর বাবা অবশ্যি পুলিশ অফিসার। যে কারণে ওদের বাড়ির সবকিছুই ঝকঝকে-চকচকে। শোভনের বাবা নিরীহ গোবেচারা গোছের সাংবাদিক। দৈনিক 'আসা যাওয়া' পত্রিকায় কাজ করেন। বাড়ি ফেরেন রাত করে। রাত মানে গভীর রাতে। পাড়ার সবাই তখন ঘুমিয়ে থাকে। শুধু জেগে থাকে রাস্তার ল্যাম্পপোস্ট আর কয়েকটা কুকুর। নাইটগার্ড আছে একজন। মুখভর্তি সাদা-কালো দাঁড়ি। রাত জেগে এলাকা পাহাড়া দেয়ার চাকরি হলেও লোকটা একটা ল্যাম্পোস্টের তলায় ছোট্ট চৌকিতে বসে-বসে ঝিমোয়। ঘুমোয়। মাঝেমধ্যে হুঁইশেল বাজিয়ে আর ল্যাম্পোস্টে ডাণ্ডার বাড়ি মেরে এলাকাবাসীকে জানান দেয়—তোমরা ঘুমাও গো এলাকাবাসী, আমি জেগে আছি...।

বেসিনের সামনে দাঁড়িয়ে শোভন নিজের চেহারা দেখছিলো আর ভাবছিলো—বড় হতে আর কতো দেরি? কবে আমি বড় হবো! এই যে বাবার শেভিং ক্রিম, রেজর। এই শেভিং ক্রিম গালে মেখে চমৎকার

...

একটা শেভ করে নিলে খুব ফ্রেশ লাগতো। এই যে এখানে আফটার শেভ লোশনটাও আছে। এই লোশনের গন্ধটাও দারুণ! আপু যে পারফিউম স্প্রে করে ইউনিভার্সিটি যায়, এর গন্ধটা তারচে মিষ্টি।

আয়নার নিজেকে একটা ভেংচি কাটলো শোভন—তুমি একটা গুবলেট। তুমি একটা পঁচা শশা। এখনও দাঁড়িগোঁফ গজালো না তোমার! তুমি হচ্ছো ঘোড়ার ডিমের পুরুষ মানুষ। ক্লাস সেভেনে পড়া মহাপিচ্চি পুরুষ!

হঠাৎ কী যে হলো শোভনের! বাবার শেভিং ব্রাশে খানিকটা ক্রিম লাগিয়ে থুতনি আর গালে ঘষতে শুরু করলো। ব্রাশে পানি ব্যবহার করেনি বলে গাল আর থুতনিতে ফেনা হচ্ছিলো না কিছুতেই। নিজেকে গবেট বলে একটা গাল দিলো শোভন। তারপর ক্রিম মাখানো ব্রাশটা ধরলো বেসিনের কলের মুখে। এবার শোভনের থুতনি আর গাল ফেনায় ভরে গেলো। ঠিক বাবার মতো করে নাকের নিচেও ক্রিম মাখলো শোভন। ওর বাবা গোফ রাখেন না। গোফটাও দাঁড়ির সঙ্গে কামিয়ে ফেলেন। শোভন কিছুতেই বুঝতে পারে না, দাঁড়ি কমানোকে লোকে কেন দাঁড়ি কামানো বলে!

শোভন লক্ষ্য করেছে, ওর বাবা ক্রিম লাগানোর বেশ কিছুক্ষণ পর রেজর ব্যবহার করেন। শোভনও একই পরিকল্পনা করলো—এই ফাঁকে দাঁত ব্রাশ পর্বটা সেরে ফেলা যাক। বেসিনের আয়নার তলায় রাখা পুরানো একটা গ্লাসের ভেতর অনেকগুলো টুথব্রাশ। একটা বাবার, একটা মায়ের, একটা শোভনের আর আপুর একটা। এর মধ্যে কোনটা যে শোভনের, তা সে ভুলে যায় প্রতিদিন। যদিও বাবা চারটে ব্রাশ কেনেন চার রঙের। মুশকিল হচ্ছে শোভনের যে কোনটা—লালটা? নীলটা? হোয়াইট নাকি পিংক কালারেরটা—তার কিছুতেই মনে রাখতে পারে না শোভন। আর এ কারণেই লাল, নীল, সাদা আর পিংক মানে গোলাপী—এই চার রঙের টুথব্রাশই পালা করে ব্যবহার করে শোভন।

সেদিন আপু শোভনের ডান কানটা নিয়ে কী কাণ্ডটাই না করলো! শোভন ভুল করে আপুর ব্রাশ দিয়ে দাঁতকে ফ্রেশ এন্ড ক্লিন করতে গিয়ে

ধরা পড়ে গেলো আপুর হাতে। আপুর আবার খুবই প্রিয় শোভন বাবুর

...

...

ডান কানটা। বাম কানের চাইতে শোভনের ডান কানটা নাকি বেশি ডাননরম। তাই আপু চান্স পেলেই শোভনের ডান কানটা হাতের মুঠোয় ভরে নেয়। তারপর ইচ্ছেমতো কানটাকে দুমড়ে-মুচড়ে একেবারে পাঁপড়ভাজা বানিয়ে ছাড়ে। শোভন সেই ভয়াবহ দৃশ্যটা কল্পনা করে বাম হাত দিয়ে ডান কানটা ধরে পরখ করে নিলো। না। ওটা এখনও খসে পড়েনি। যাক বাবা। বাঁচা গেলো।

শোভন যখন বেসিনের সামনে দাঁড়িয়ে বড় হবার কসরত করছে, মা তখন রান্নাঘরে। সবার জন্যে নাস্তা তৈরি করছেন মা। মা সারাদিন কাজ করেন আর গজর-গজর করেন আপন মনে। এই সংসারে এসে তার জীবনটা একেবারে তেজপাতা হয়ে গেছে। কোন কুক্ষণে যে সাংবাদিককে বিয়ে করেছিলেন! এখন সাংবাদিক আর তার পাজি ছেলে এবং ভার্সিটিপড়ুয়া মেয়েকে সামাল দিতে গিয়ে মা নাকি কঙ্কাল হয়ে যাচ্ছেন। শুকিয়ে একেবারে দড়ি-দড়ি হয়ে যাচ্ছেন। অথচ শোভন জানে—মা মোটেও শুকিয়ে দড়ি-দড়ি হচ্ছেন না। মা কেবলই মোটা হচ্ছেন। জাপানে থাকলে মা মহিলা সুমো কুস্তিগীর হতে পারতেন। বাংলাদেশে সেরকম ব্যবস্থা নেই বলে শোভনের খুব মন খারাপ হলো।

ওদিকে হয়েছে কী—রুটি-টুটি বানানোর পর ডিম ভাজা আর ডিম সেদ্ধ পর্ব চলছিলো রান্নাঘরে। এই পরিবারটি একটি আজব পরিবার। মা খাবেন পেঁয়াজ-মরিচ মেশানো ডিম ভাজা, বাবা খাবেন ডিম পোচ, আপুর পছন্দ মরিচ বাটা দিয়ে ডিমের ঘু-টা। আর শোভন খাবে আস্ত সেদ্ধ মানে ফুল বয়েল্ড ডিম। বিপত্তিটা বেঁধেছে সেদ্ধ ডিমটা নিয়েই।

ছোট্ট একটা হাঁড়িতে টগবগে ফুটন্ত পানিতে মা একটা ডিম আলতো করে ফেলে দিতেই এক লাফে ডিমটা হাঁড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লো! মা প্রথমে ব্যাপারটা বুঝে উঠতে পারেননি। ডিমটাকে খপাত করে ধরে টগবগ করা পানির হাঁড়িতে আবারো ওটাকে ছেড়ে দিলেন। অবাক কাণ্ড! ডিমটা এবারও ঝটিতি একটা লাফ দিয়ে ফুটন্ত পানির হাঁড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লো। প্রথমবার মা মনে করেছিলেন, এটা তার চোখের ভুল।

আজকাল প্রেসার বেড়েছে। চোখে প্রায়ই ঝাপসা কিংবা এটাসেটা অদ্ভুত জিনিস দেখেন। কিন্তু দ্বিতীয়বার স্পষ্ট একই ঘটনা ঘটতে দেখে বিকট

...